সংবাদ

তারিখ ... 22।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ কলাম ৭ ...

046

এই শিক্ষা পদ্ধতি কার স্বার্থে

দৈনিক 'সংবাদ'-এর বিগত ২২-৭-৮৩ ইং তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় "এই শিক্ষা পদ্ধতি কার স্বার্থে" শীর্ষক চিঠিতে জনাব আজিজুল হক যে, যুক্তি সমমত বক্তব্য রেখেছেন আমরা তার সাথে সম্পূর্ণ একমত। যে শিক্ষা পদ্ধতি জনগণের বাস্তব জীবনে কোন প্রকারে কাজে লাগে না এবং যা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনে হতাশা এনে দেয় এবং দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা অবশ্যই বর্জনীয়। সরকার ও জনগণ চায় সহজ পদ্ধতির শিক্ষা যা ছেলেমেয়েরা সহজে আয়ত্ত করতে পারে এবং বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে বর্তমান নবম শ্রেণীর গণিতে যে সব নতুন অধ্যায় সন্নিবেশ করা হয়েছে তা সহজে আরও করা সম্ভব নয়, তাছাড়া ঐগুলো বাস্তব জীবনেও কাজে লাগে না। ঐ অধ্যায়গুলো সন্নিবেশের ফলে গরীব ছেলেমেয়েরা লেখা পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, কেননা এই দুর্মূল্যের বাজারে সীমিত আয়ের লোকের পক্ষে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াই মুশকিল। মাসে ৩০০।৪০০ টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য এম, এস, সি প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত করার সঙ্গতি তাদের কোথায়? কাজেই অনেকেই স্কুল ছেড়ে দিচ্ছে এবং নিরক্ষরতা দূর হবার বদলে সাক্ষরতা দূর হচ্ছে। সরকার নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন অথচ বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড এই সব বাজে অধ্যায় গণিতে সন্নিবেশ করে বিপরীত পথে চলছে।

যে শিক্ষা পদ্ধতি জনগণের স্বার্থবিরোধী এবং সরকারী নীতির ঘোর পরিপন্থী সে শিক্ষা পদ্ধতির ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে নবম শ্রেণীর গণিত কিরূপে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হলো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু হলো তাই আশ্চর্যের বিষয়। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গণিতে সন্নিবেশিত নতুন অধ্যায়গুলো জনগণের কোন বাস্তব জীবনে লাগে এবং সহজ নিয়মে ২/৩ মিনিটের অঙ্ক কঠিন নিয়মে ১৪/১৫ মিনিটে করার উপকারিতা এবং সার্থকতা যে কি স্কুল বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং গণিত পুস্তক লেখকগণ সে বিষয়ে আলোকপাত করবেন কি?

কাজেই এই শিক্ষা পদ্ধতি নিরক্ষতা দূর করণে সরকারী উদ্যোগের পরিপন্থী এমনকি বিরোধী এবং জনগণের স্বার্থবিরোধী, বিধায় আমরা এ বিষয় মাননীয় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং দেশ হতে নিরক্ষরতা দূর করতে ও গরীব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দিতে গণিত হতে সেট, উপ-সেট, অসীম সেট বিনিময় সংযোগ বণ্টন বিশ্লেষণ, নিধান, বাইনারী পদ্ধতি লীলাবতী ছাকনি পরিসংখ্যা প্রভৃতি আবশ্যক এবং অবাস্তব অধ্যায়গুলো উঠিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

১। এন রহমান ১২।এ মিরপুর ৫-১০৩ ঢাকা।
২। হুসনে আরা ১২।এ মিরপুর ৫-১০৩ ঢাকা,
৩। নিজাম ফরিদ আহমেদ ১২/সি, মীরপুর, ঢাকা ৭-১
৪। জাহানারা বেগম, ১২/এ মীরপুর, ঢাকা। ৫-১০৩